# জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষকভাইদের করণীয়

সুপ্রিয় কৃষিজীবী ভাইবোন, জ্যৈষ্ঠ মাসে পাকা ও মিষ্টি ফলের মৌ মৌ গন্ধে মাতোয়ারা থাকে বাংলার দিক প্রান্তর। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, তরমুজ, বাঙ্গিসহ মৌসুমি ফলের সৌরভ আমাদের রসনাকে আরো বাড়িয়ে দিয়ে যায়। এছাড়াও মৌসুমি ফলের প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে তৈরি আচার, চাটনি, জ্যাম, জেলি জ্যৈষ্ঠের গরমে ভিন্ন স্বাদের ব্যঞ্জনা নিয়ে হাজির হয়। বিশ্বব্যাপি করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) এর প্রাদুর্ভাবে সারাদেশে চলছে লকডাউন অবস্থা। করোনা প্রাদুর্ভাবে খাদ্য সংকট মোকাবেলায় কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেই খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে আজ সম্মুখ সারির যোদ্ধা হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে। করোনা সংকট মোকাবেলায় কৃষি বান্ধব সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা এক ইঞ্চি জমিও ফেলে না রাখার নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাই কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে এই মধুমাসে প্রিয় পাঠক, চলুন একপলকে জেনে নেই জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষির করণীয় বিষয়গুলো :

**বোরো:**

- জমিতে বোরো ধান শতকরা ৮০ ভাগ পেকে গেলে জমির ধান সংগ্রহ করে কেটে মাড়াই, ঝাড়াই করে ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে।
- শুকনো বীজ ছায়ায় ঠান্ডা করে প্লাস্টিকের ড্রাম, পলিথিন কোটেড বস্তা, মাটির কলসি এসবে সঠিকভাবে সংরক্ষন করতে হবে।

**আউশ:**

- এখনো আউশের বীজ বোনা না হয়ে থাকলে এখনই বীজ বপন করতে হবে। চারার বয়স ২০-২৫ দিন হলে মূল জমিতে রোপন করতে হবে।
- রোপনের পর চারার বয়স ১২ থেকে ১৫ দিন হলে ইউরিয়া সারের প্রথম কিস্তি হিসেবে একর প্রতি ১৮ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। এর ১৫ দিন পর একই মাত্রায় দ্বিতীয় কিস্তি উপরি প্রয়োগ করতে হবে। ইউরিয়া সারের কার্যকারিতা বাড়াতে জমিতে সার প্রয়োগের সময় ছিপছিপে পানি রাখাসহ জমি আগাছা মুক্ত রাখতে হবে।

**বোনাআমন:**

- নিচু এলাকায় বোরো ধান কাটার ৭-১০ দিন আগে বোনা আমনের বীজ ছিটিয়ে দিলে বা বোরো ধান কাটার সাথে সাথে আমন ধানের চারা রোপণ করলে বন্যা বা বর্ষার পানি আসার আগেই চারা সতেজ হয়ে ওঠে এবং পানি বাড়ার সাথে সাথে সমান তালে বাড়ে।

**রোপাআমন:**

- এ মাসের মধ্যেই রোপা আমনের জন্য আদর্শ বীজতলা তৈরি করতে হবে। বীজতলা তৈরির জন্য রোদ পড়ে এমন উঁচু জমি নির্বাচন করে চাষ, মই, পানি দিয়ে ভালভাবে থকথকে কাঁদাময় করে নিতে হবে। প্রতি বর্গমিটার জমির জন্য ৮০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন হয়।
- ভাল ফলন পেতে হলে আগাম জাত হিসাবে ব্রিধান-৪৯, ব্রিধান-৫৭, ব্রিধান-৬২, ব্রিধান-৮০, ব্রিধান-৮৭, বিনা ধান-২২, বিনাধান-৭, বিনাধান-১৫, বিনা ধান-১৬, বিনাধান-২০, খরা সহিষ্ণু জাত হিসাবে ব্রিধান-৫৬, ব্রিধান-৫৭, ব্রিধান-৬৬, ব্রিধান-৭১, জলমগ্নতা সহিষ্ণু জাত হিসাবে ব্রিধান-৫১, ব্রিধান-৫২, ব্রিধান-৭৯, বিনাধান ১১, বিনাধান-১২, মাঝারি লবণাক্ততা সহনশীল জাত হিসাবে ব্রিধান-৪০, ব্রিধান-৫৩, ব্রিধান-৫৪, ব্রিধান-৭৩, বিনাধান-৮, বিনাধান-১০, সুগন্ধিধান ব্রিধান-৮০, চাষ করা যাবে।
- বীজ বোনার আগে বীজতলায় এক স্তর ছাই ছিটিয়ে দিলে চারা তোলার সময় উপকার পাওয়া যায়।
- ভাল চারা পাওয়ার জন্য বীজতলায় নিয়মিত সেচ দেয়া, অতিরিক্ত পানি নিকাশের ব্যবস্থা করা, আগাছা দমন, সবুজ পাতা ফড়িং ও থ্রিপস এর আক্রমণ প্রতিহত করাসহ অন্যান্য কাজগুলো সতর্কতার সাথে করতে হবে। চারা হলুদ হলে প্রতি বর্গমিটারে ৭ গ্রাম করে ইউরিয়া সার প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এরপরও যদি চারা হলুদ থাকে তবে প্রতি বর্গমিটারে ১০ গ্রাম করে জিপসাম সার প্রয়োগ করতে হবে।
- জ্যৈষ্ঠ মাসে আউস ও বোনা আমনের জমিতে পামরী পোকার আক্রমণ দেখা দেয়। পামরী পোকা ও এর কীড়া পাতার সবুজ অংশ খেয়ে গাছের অনেক ক্ষতি করে। তাছাড়া আক্রান্ত গাছের গোড়া থেকে ৫ সেন্টিমিটার (২ ইঞ্চি) রেখে বাকি অংশ কেটে কীড়া ও পোকা ধ্বংস করা যায়। আক্রমণ যদি বেশি হলে অনুমোদিত কীটনাশক সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

**পাট:**

- পাটের জমিতে আগাছা পরিষ্কার, ঘন ও দুর্বল চারা তুলে পাতলা করা, সেচ এসব কাজগুলো যথাযথভাবে করতে হবে। ফাল্গুনি তোষা জাতের জন্য একরপ্রতি ৪০ কেজি ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।
- এ মাসে পাটের বিছা পোকা এবং ঘোড়া পোকা জমিতে আক্রমণ করে থাকে। বিছা পোকা দলবদ্ধভাবে পাতা ও ডগা খায়, ঘোড়া পোকা গাছের কচি পাতা ও ডগা খেয়ে পাটের অনেক ক্ষতি করে থাকে। বিছা পোকা ও ঘোড়া পোকার আক্রমন রোধ করতে পোকার ডিমের গাদা, পাতার নিচ থেকে পোকা সংগ্রহ করে মেরে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত কীটনাশক সঠিকভাবে, সঠিক সময়ে, সঠিক মাত্রায় প্রয়োগ করতে হবে।

**শাকসবজি:**

- মাঠে বা বসত বাড়ির আঙ্গিনায় গ্রীষ্মকালীন শাকসবজির পরিচর্যা সতর্কতার সাথে করতে হবে। এ সময় সারের উপরি প্রয়োগ, আগাছা পরিষ্কার, গোড়ায় বা কেলিতে মাটি তুলে দেয়া, লতা জাতীয় সবজির জন্য বাউনি বা মাচার ব্যবস্থা করা খুব জরুরি। লতানো সবজির দৈহিক বৃদ্ধি যত বেশি হবে তার ফুল ফল ধারণ ক্ষমতা তত কমে যায়। সেজন্য বেশি বৃদ্ধি সমৃদ্ধ লতার/গাছের ১৫-২০ শতাংশের পাতা লতা কেটে দিলে তাড়াতাড়ি ফুল ও ফল ধরবে।

**আদা ও হলুদ:**

- বাড়ির কাছাকাছি উঁচু এমনকি আধা ছায়াযুক্ত জায়গায় আদা হলুদের চাষ করতে পারেন।

**সবুজসার:**

- যারা সবুজ সার করার জন্য ধইঞ্চা বা অন্য গাছ লাগিয়ে ছিলেন, তাদের চারার বয়স ৩৫-৪৫ দিন হলে চাষ ও মই দিয়ে মাটির সংগে মিশিয়ে দিতে হবে। সবুজ সার মাটিতে মেশানোর ৭/১০ দিন পরই ধান বা অন্যান্য চারা রোপণ করতে পারবেন।

**নারিকেল ও সুপারি:**

- উপযুক্ত মাতৃগাছ থেকে ভালবীজ সংগ্রহ করে নারিকেল, সুপারির বীজ বীজতলায় এখন লাগাতে পারেন।

**তাছাড়া কৃষির যে কোন সমস্যায় উপজেলা কৃষি অফিস অথবা কৃষি কল সেন্টারের ১৬১২৩ নম্বরে বা কৃষক বন্ধু সেবার ৩৩৩১ নম্বরে কল করে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে পারেন।**